যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে শেখ হাসিনা

শায়খ বাংলাভাইকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে বিরোধী দলের অভিযোগ সত্য ছিল

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জঙ্গি নেতা শায়খ রহমান ও বাংলাভাইকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে, জঙ্গিবাদের উত্থান নিয়ে বিরোধী দল গত ৪ বছর ধরে যে অভিযোগ করে এসেছে তা সত্য ছিল।

তিনি বলেন, এবার গ্রেপ্তার করতে হবে শায়খ আর বাংলাভাইয়ের মদদদাতাদের। নইলে বাংলাদেশকে কখনোই সন্ত্রাসমুক্ত করা যাবে না।

শুক্রবার স্থানীয় সময় গভীর রাতে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ওরল্যান্ডোতে পেওঁছে বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে তিনি একথা বলেন। শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানাতে মধ্যরাতে বিমান বন্দরে তার কন্যা সায়মা হোসেন পুতুল, দুই নাতনি আলিজা ও আমরীন, জামাতা খন্দকার মাশরুর হোসেন মিঠু ছাড়াও আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠন সমূহের যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কানের চিকিৎসার জন্য ১০ দিনের সফরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।

উপস্থিত নেতাকর্মীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সবানেত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে আজ হায়েনাদের কবলে পড়েছে। একাত্তরে পরাজয়ের প্রতিশোধ হিসেবে ওরা বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। তিনি বলেন, এ অবস্থা থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচন কমিশন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কার প্রশ্নে জোটসরকার যে টালবাহানা শুরু করেছে তা দেশবাসীর জানতে অসুবিধা হয়নি। একইভাবে আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজও সরকারের মতলব সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছে। এজন্যই অনেকে নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য টিম প্রেরণের কথা বলছে।

তিনি বলেন, জোট সরকারে ঘাপটি মেরে থাকা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের লোকজনকে গ্রেপ্তার এবং বিচারের জন্য জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশনের দাবি বাস্তবায়নে প্রবাসীদের কাজ করতে হবে। সন্ত্রাসীদের মূলোৎপাটন ব্যতিরেকে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে বলেও উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা।

এয়ার পোর্টে এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সচিব এম ফজলুর রহমান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শফিকুল ইসলাম ফরহাদ, ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, সেন্ট্রাল ফ্লোরিযা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ড. নূরুল আমিন এবং সেক্রেটারি জয়নাল চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ নওয়াজ চৌধুরী কমরু, নাফিজ আহমেদ জুয়েল, ইমতিয়াজ হাসান, শাওন প্রজা, কাজী লিয়াকত হোসেন, যুবলীগ নেতা নাদিম ভূইয়া অপু, কানাডা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সরওয়ার হোসেন প্রমুখ।

শেখ হাসিনার সফরসৃগি হয়ে এসেছেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরুল্লাহ এমপি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সহসম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ।

শেখ হাসিনা কানের চিকিৎসকের সঙ্গেসাক্ষাৎ করবেন আজ শনিবার এবং একই দিন সন্ধ্যায় তিনি প্রবাসীদের প্রদত্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন। এর আগে তিনি বঙ্গবন্ধুর ৮৭তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কেক কাটবেন। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন জন্মদিন পালনের আয়োজন করেছে। এই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন হলেন বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনিও আজ ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ওরল্যান্ডোতে আসছেন স্ত্রী ক্রিস্টিন জয়কে সঙ্গে নিয়ে।

তার জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন

ফুলে ফুলে শ্রদ্ধা নিবেদন, শিশুদের চিত্রাঙ্কন, আলোচনাসহ নানা আনুষ্ঠানিকতায় শুক্রবার যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী পালন করা হয়েছে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৮৭তম জন্মদিন। তার জন্মদিন উপলক্ষে

আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে এবং গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় তার মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় জন্মদিনের আনুষ্ঠানিকতা।

সকালে ধানমণ্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর পক্ষে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান। এর পরই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জিল্লুর রহমান, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক এমপি, তোফায়েল আহমেদ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, মহিউদ্দিন খান আলমগীর, ওবায়দুল কাদের প্রমুখ। বিকালে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, ওবায়দুল কাদের, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, মুকুল বোস, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ও প্রকৌশলী মোজাম্মেল বাবু। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন আসাদুজ্জামান নূর।

আলোচনা সভায় বক্তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার নিয়ে সরকারি দলের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী সংস্কার প্রস্তাবের ভুল ব্যাখ্যা করে প্রতিনিয়ত জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এভাবে তিনি দেশ ও জাতিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চান। তারা বলেন, সংস্কার ছাড়া বাংলাদেশের মাটিতে কোন নির্বাচন হতে দেয়া হবে না। বক্তারা বঙ্গবন্ধুকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বানও জানান। তারা বলেন, জোট সরকার বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার সব ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। এটা প্রতিরোধ করতে হবে।

ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, যুব মহিলা লীগসহ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সকাল থেকে দিনভর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে ছোট্ট শিশু থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ ছুটে আসেন ৩২ নম্বরে। পুরো ৩২ নম্বর সড়কটি পরিণত হয় মিলনমেলায়। জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর জেগে ওঠে নতুন প্রাণে। সকাল থেকে মানুষের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়। তারা টিকিট কেটে জাদুঘরে ঢুকে দেখে নেয় কি নির্মমতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে তাকে। সারাদেশের মানুষ এই বাড়িটিতে ছুটে এসে দেখে যান একজন রাষ্ট্রপতি তার পরিবার নিয়ে কি রকম সাদামাটা আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করতেন।

সকালে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী কেক কেটে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে একটি ব্যতিক্রম অনুষ্ঠান পালন করে সেক্যুলাস ইউনিটি বাংলাদেশ। জাতির জনকের ফাঁসির রায় কার্যকর, ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উৎস ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ ফিরিয়ে দেয়ার দাবি নিয়ে দিনভর এই সংগঠনটি প্রতীক অনশন পালন করে। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে অনুষ্ঠিত এ অনশনে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, রাশেদ মোশারফ, অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক, সিপিবি সভাপতি মনজুরুল আহসান খান প্রমুখ। অনশন চলাকালে কবিতা আবৃত্তি, প্রতিবাদী সঙ্গীত এবং নাটিকা মঞ্চায়ন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে কেক কাটে ছাত্রলীগ। এসময় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু, বলরাম পোদ্দার, মারুফা আক্তার পপি, রফিকুল ইসলাম কোতয়াল, সাখাওয়াত হোসেন শফিক, অসীত বরণ বিশ্বাস, সাইফুজ্জামান শিখর, খান মঈনুল মোস্তাক, খলিলুর রহমান, আবদুল আলিম, কামরুল হাসান খোকন, মাহফুজুর রহমান, মমিন পাটোয়ারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ভবনে মিলাদ মাহফিল শেষে শিশুদের মাঝে কেক বিতরণ করে মহিলা আওয়ামী লীগ। অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, ডাক্তার দীপু মনি, আশরাফুন্নেছা মোশারফ, ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা, সাফিয়া খাতুন, অধ্যাপিকা খালেদা খানম, ফরিদুননাহার লাইলী, জলি কবির, লীমা ফেরদৌসী প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন। আফম বাহাউদ্দিন নাছিম ও সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক লীগ দিনভর নানা অনুষ্ঠান পালন

করে। আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কেন্দ্রীয় ও মহানগর কমিটি সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ শেষে ফাতেহা পাঠ করে। সংগঠনের সভাপতি মোঃ হুমায়ুন কবির ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম নয়নসহ অন্য নেতারা এসময় উপস্থিত ছিলেন। বিকালে শাহবাগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ আবদুল আহাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে।

বঙ্গবন্ধুর ৮৭তম জন্মদিন উপলক্ষে অন্য যেসব সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল শেখ রাসেল শিশু সংসদ, বঙ্গবন্ধু আদর্শ মূল্যায়ন ও গবেষণা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা ঐক্যপরিষদ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, ঢাকা মহানগর শ্রমিক লীগ, আওয়ামী সাংস্কৃতিক ফোরাম, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ, যুব গণফোরাম, আওয়ামী শিল্পীগোষ্ঠী প্রভৃতি।

জাতির জনকের জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার পল্টনের শহীদ তাজুল মিলনায়তনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আবদুর রাজ্জাক এমপি। ডা. এবিএম জাফরউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ক্যাপ্টেন (অব.) তাজুল ইসলাম, ইসমত কাদির গামা, নাজমুল হাসান পাখী, রুহুল আমিন মজুমদার, গোলাম মোরশেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন।

চট্টগ্রামঃ চট্টগ্রামে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠন র‌্যালি, প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, শিশু-কিশোর সমাবেশ, আলোচনা সভা, ছড়া ও কবিতা পাঠের আসরসহ দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করে।

নগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিশু-কিশোর ও নাগরিক সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। দলের সভাপতি এমএ মান্নানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন কাজী ইনামুল হক দানু, ডা. আফছারুল আমিন, এমএ রশিদ, ইব্রাহীম হোসেন চৌধুরী বাবুল, আবদুল খালেক চৌধুরী, চন্দন ধর, মশিউর রহমান, আবু তাহের, ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী, নুরুল আমিন, সিদ্দিক আলম, জয়নাল আবেদীন, এমআর আজিম, মোঃ সালাহউদ্দিন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় শিশু সমাবেশ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। নগর ছাত্রলীগ সভাপতি এমআর আজিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, আবুল হোসেন আবু, আলী রিয়াজ খান রব্বি, ফরহান আহম্মেদ, আরশেদুল আলম বাচ্চু, সঞ্জয় ভৌমিক, জাকের আহম্মেদ, আবু নাসের, উজ্জ্বল সরকার, জাহান বাহার, মর্জিনা আক্তার, নাসির উদ্দিন, আলমগীর আলম, শিবু প্রসাদ, কামাল হোসেন, ইফতেখার উদ্দিন বাবুল, মেজবাহ উদ্দিন মোরশেদ প্রমুখ।

মহানগর যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও শ্রমিক লীগ যৌথভাবে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করে। নগর যুবলীগ নেতা চন্দন তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন আলহাজ শফর আলী, নোমান আল মাহমুদ, শফি বাঙালি, মঞ্জুর হোসাইন, ঈসা, রায়হান প্রমুখ।

ছাত্রলীগ চবি শাখার উদ্যোগে নগরীর দোস্ত বিল্ডিংয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও কেক কাটা হয়। সহ-সভাপতি সাইফুদ্দিন মাহমুদ সোহাগের সভাপতিত্বে যুগ্ম সম্পাদক আবেদিন আল মামুনের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চবি সাবেক উপ-উপাচার্য ড. আবু ইউসুফ আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক মনজুরুল আলম চৌধুরী। প্রধান বক্তা ছিলেন চবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ এরশাদ হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইবনে বোরহান, আনিসুজ্জামান ইমন, ইকরাম হোসেন, এহসানুল হক, আবু সুফিয়ান, মুনিম তানিয়া আফসার চম্পা, মিজানুর রহমান, বদরুল আহমেদ, আল শিবলী, আরিফ উদ্দিন খান, রেজানুর রহমান, আজহারুল ইসলাম, মাসুম, মহসিন, জাহিদুল ইসলাম, মাসুম, মোস্তফা, মাহবুব, বাপ্পী, ইরশাদ প্রমুখ।

অবসর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে চট্টগ্রাম একাডেমিতে সংগঠনের সভাপতি সঞ্জিত বণিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়া-কবিতা পাঠের আসর। ছড়া-কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন বিপুল বড়ুয়া, রাশেদ রউফ,

সত্যব্রত বড়ুয়া, জিন্নাহ চৌধুরী, সৈয়দ আমির উদ্দীন, বিকিরণ বড়ুয়া, আল রাহমান, কল্পতরু ভট্টাচার্য, সঞ্জিত দে, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, সীতাংশু বিশ্বাস, অনিন্দ্য বড়ুয়া, হালিম তালুকদার প্রমুখ।

পটিয়া থানা শিশু-কিশোর মেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা মুহাম্মদ হাসমত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিশু সংগঠক সৈয়দ নুরুল আবছার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আবদুছ সাত্তার মাস্টার, মহসীন মাস্টার, এসএম মোরশেদ, এম ওসমান, এম ইউনুছ, ইফতেখার আলম, ওয়াহিদুজ্জামান প্রমুখ।

সারাদেশে বঙ্গবন্ধুর ৮৭তম জন্মদিন পালিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৮৭তম জন্মদিন পালন উপলক্ষে শুক্রবার সারাদেশে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসূচি পালিত হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল- জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, কেক কাটা, আলোচনা সভা, র‌্যালি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মিলাদ মাহফিলসহ আরও নানা আয়োজন।

সিলেট: জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন পৃথক কর্মসূচি পালন করে। বঙ্গবন্ধু সৈনিক পরিষদ ৮৭ কেজি ওজনের কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করে।

সাতক্ষীরা: সাতক্ষীরা পৌর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুজিবর রহমান। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সাবেক সাংসদ মনসুর আহমেদ, এসএম নজরুল ইসলাম, আবু নাসিম ময়না, আবু আহমেদ প্রমুখ।

বরিশাল: বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট বরিশাল জেলা শাখা সকাল ৮টায় নগরীর সদর রোডে মিষ্টি বিতরণ করে। বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলার আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ, জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বাছাইপর্বের আয়োজন করা হয় বিএম স্কুল প্রাঙ্গণে। তরুণ লীগ বরিশাল জেলা ও মহানগর শাখা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর কালীবাড়ি রোডস্থ বাসভবনে। জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ বিকালে বার লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে আলোচনা সভার আয়োজন করে। স্বরূপকাঠি প্রতিনিধি জানান, উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা শুক্রবার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারত করেন এবং মিলাদ মাহফিলে অংশ নেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: তিতাস সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ ২ দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কবি, নাট্যকার প্রফেসর মো: আশরাফ। কবি আবদুল মান্নান সরকারের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ, আলোচনা ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী। বক্তৃতা করেন প্রফেসর মোখলেছুর রহমান খান, অধ্যাপক কাজী মুজিবুর রহমান, সাংস্কৃতিক জোট আহ্বায়ক আবদুল নূর, দীপক চৌধুরী বাপ্পী, কবি আজিজুল হক ও মো: মনির হোসেন।

সিরাজগঞ্জ: জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক এমপি আবদুল লতিফ মির্জার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শহিদুল ইসলাম তালুকদার, আবু ইউসুফ সূর্য, আবু মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, মোস্তফা কামাল খান, অ্যাডভোকেট আবদুর রহমান, অ্যাডভোকেট কেএম হোসেন আলী, দানিউল হক, গাজী আমিনুল হক, মমতাজ বেগম, জান্নাত আরা তালুকদার হেনরী, অ্যাডভোকেট গোলাম হায়দার প্রমুখ।

বাগেরহাট: মিছিলে শেষে জেলা ছাত্রলীগ আয়োজিত বাদল চত্বরের পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সরদার নাসির উদ্দিন, সম্পাদক মীর আয়েশী আশরাফী জেমস, শাহনেয়াজ মোল্লা দোলন, সুদীপ্ত প্রসাদ, রিপন কুমার সাহা, মো: আকরাম হোসেন উজ্জ্বল, মোল্লা তারেকুজ্জামান, দেব কুমার আদিত্য, সৌমিত্র দেবনাথ প্রমুখ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : গোমস্তাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মুহা: জিয়াউর রহমান। বিকালে জেলা যুব মহিলা লীগ ও ছাত্রলীগ যৌথভাবে দলীয় কার্যালয়ে ইয়াসমিন সুলতানা রুমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বর্ণাঢ্য র‌্যালির আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা ড. আআম মেশবাহুল হক। সভায় বক্তব্য রাখেন আলহাজ মইনুদ্দিন মণ্ডল, অ্যাডভোকেট শামসুল হক, আলহাজ রুহুল আমিন প্রমুখ।

খাগড়াছড়ি : জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত মধুপুরের দলীয় কার্যালয়ে সকাল ১০টায় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা। বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জাহেদুল আলম, রণবিক্রম ত্রিপুরা, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মংকথচিং চৌধুরী, কৎজরী মার্মা, কামাল উদ্দিন, সাজাই মার্মা, রতন কুমার ত্রিপুরা, রিসোর্স চাকমা, চাবাই মার্মা, নিগার সুলতানা, মংসুইপ্রু চৌধুরী অপু প্রমুখ।

রাজবাড়ী : সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ কার্যালয় প্রাঙ্গণে সহ-সভাপতি মকসুদ মাহমুদ রাজার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ফকীর আবদুর জব্বার, অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান, অ্যাডভোকেট শফিকুল আজম মামুন, অশোক বাগচী, মহম্মদ আলী চৌধুরী, শফিকুল ইসলাম, রাকিবুল হাসান পিয়াল, আশরাফুল ইসলাম আশা প্রমুখ।

গোপালগঞ্জ (টুঙ্গিপাড়া) : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৮৭তম জন্মদিন তার জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠন। এ উপলক্ষে বেলা ১১টায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ফাতেহা পাঠ ও এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে তার আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক কর্নেল (অব.) ফারুক খান এমপি, যুবলীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ফজলুর রহমান ফারুফ, আওয়ামী লীগ নেতা খান টিপু সুলতান, খালেদুর রহমান টিটো, রেজা আলী, কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা মো: শাহাবুদ্দীন, মাহবুবুর রহমান হিরণ, শওকত হোসেন খান, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার, স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মোল্লা মো: আবু কাওসার, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী খান আবু মিয়া, সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক চৌধুরী, টুঙ্গিপাড়া আওয়ামী লীগের সভাপতি নায়েক আলী বিশ্বাস, জেলা যুবলীগ সভাপতি জিএম সাহাবুদ্দিন আজম, সাধারণ সম্পাদক এমবি সাঈফসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর বাদ জুমা মাজার কমপ্লেক্স মসজিদে এক মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিকাল ৩টায় মাজার কমপ্লেক্স চত্বরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপির সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন কর্নেল (অব.) ফারুক খান, সুপ্রিমকোর্ট বার সমিতির সভাপতি মাহবুবে আলম, বিচারপতি (অব.) শামসুল হক মানিক, প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী, সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরী প্রমুখ।

খুলনা: খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি তালুকদার আবদুল খালেক এমপির সভাপতিত্বে দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নেত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম মোস্তফা রশিদী সুজা। বক্তৃতা করেন শেখ ইউনুস আলী ইনু, অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আলী, সুজিত অধিকারী, রজব আলী, অলোকানন্দা দাস, আজমল আহমেদ তপন, একেএ কামাল, বিএম জাফর, আশরাফুজ্জামান বাবুল, আনিসুর রহমান পপলু, মোতালেব হোসেন, মীর বরকত আলী, শেখ মো: আবু হানিফ প্রমুখ।

গাইবান্ধা: জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ খালেদ। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক, রনজিৎ বকসী সূর্য, আনোয়ার চৌধুরী, পিয়ারুল ইসলাম। পৌর চেয়ারম্যান আনোয়ার-উল-হাসান সবুর, অ্যাডভোকেট শাহ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবির মিলন, এমারুল ইসলাম সাবিন, আনোয়ারুল কবির সজল, শাহ আশরাফ কবির, মোস্তাক আহমেদ রঞ্জু, আমিনুজ্জামান রিংকু, সেলিম আহমেদ প্রমুখ।

নড়াইল: দলীয় কার্যালয়ে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অ্যাডভোকেট সুবাস বোসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী, পৌর চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন বিশ্বাস, শরীফ হুমায়ন কবির, বাবুল সাহা, হাফিজ খান মিলন, খোকন সাহা প্রমুখ।

কুড়িগ্রাম: র‌্যালি শেষে বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা আয়োজিত পুরনো ডাকঘর পাড়ার মাঠে সরোয়ার হোসেন সঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অলক সরকার, শেখ বাবুল, অ্যাডভোকেট আব্রাহাম লিংকন, আবুল কালাম আজাদ, আবু সাঈদ লোবান, শ্যামল ভৌমিক, আনিছুর রহমান চাঁদ প্রমুখ।

বরগুনা: সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অ্যাডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি মো: দেলোয়ার হোসেন এমপি, সাধারণ সম্পাদক মো: জাহাঙ্গীর

কবির, পৌর চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মো: শাহজাহান। বিকালে শহরে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) : উপজেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে নবাবগঞ্জ সদর ডাকবাংলো প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর ৮৭তম জন্মবার্ষিকীতে মিলাদ মাহফিল, র‌্যালি, আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান পালিত হয়। সকাল হতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ডাকবাংলো চত্বরে জড়ো হয়ে র‌্যালিসহ নবাবগঞ্জ থেকে বাগমারা কোর্ট বিল্ডিং পর্যন্ত আনন্দ মিছিল বের করেন। মিছিল শেষে এক আলোচনা সভা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আশিকুজ্জামান হিরণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: মোক্তার হোসেন বাদল, সহ-সভাপতি মো: তাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো: আবদুল জব্বার ভূঁইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউর রহমান রেজা, সাবেক ছাত্রলীগের সভাপতি সাইদুর রহমান খান সোহেল, সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, চেয়ারম্যান সাফিল উদ্দিন, আওয়ামী লীগ নেতা দেওয়ান আওলাদ হোসেন, প্রচার সম্পাদক কাউসার মোল্লা, বকসনগর ইউনিয়নের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল, গালিমপুর ইউনিয়নের সভাপতি হাজী আবদুল মান্নান, ফরহাদ কবীর, স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক নাজির আহম্মেদ, আসাদুজ্জামান বাবু, সাবেক ভিপি ওহিদুজ্জামান রনি, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান শাহিন, দেওয়ান তুহিন, বাবুল মেম্বার, যুবলীগ নেতা শাহীন খান, জহির রায়হান, সোলামায় কবির, জলিল খান, শেখ ফরিদ, জাহাঙ্গীর আলম আকন্দ, আদিল হোসেন সংগ্রাম, অলিউর রহমান রঞ্জু, ছাত্রলীগ নেতা ঝন্টু রাজবংশী, শেখ সুজন বাবু, ইব্রাহিম হোসেন মনির, মনিরুজ্জামান, এনামুল হক মিলন, মোক্তারুজ্জামান মোক্তার প্রমুখ। অপরদিকে যুবলীগ কেক কেটে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালন করে।

মাদারীপুর : জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত পুরানবাজার দলীয় কার্যালয়ে সিরাজ ফরাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট এমরান লতিফ, ইরশাদ হোসেন উজ্জ্বল, আলমগীর হোসাইন, ফোরকান মুন্সী, বাচ্চু হাওলাদার, নিয়াজ মোর্শেদ প্রমুখ।

রাঙ্গামাটি: জেলা পরিষদ চত্বরে র‌্যালি শেষে পৌরসভা টাউন হলে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যপী শিশু-কিশোর মেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দীপংকর তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন। বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা রাঙ্গামাটি শাখা আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মনসুর আহমদ। এছাড়াও আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের স্থানীয় নেতারা এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

দিনাজপুর : শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগের সভাপতি তৈয়ব উদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট এম আবদুর রহিম, অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার এমপি, ইকবালুর রহিম, মীর্জা আশফাক হোসেন, ফারুকুজ্জামান মাইকেল, কামরুল হুদা হেলাল, আবদুল মান্নান, আবুল কালাম আজাদ, অ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন, অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলম আলাল।

রংপুর : শিশু একাডেমী মিলনায়তনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রেহেনা আশিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক আবুল মনসুর আহমেদ। সংগঠনের সভাপতি এলাহী ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মো: জাহাঙ্গীর আলম পাটোয়ারী, ড. মফিজুল ইসলাম মান্টু, আনিসুর রহমান শাহ, রেজাউল ইসলাম রাজু প্রমুখ।

ভোলা : বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলার উদ্যোগে শিশুদের চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আলোচনায় অংশ নেন আওয়ামী লীগ জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মোফাজ্জল হোসেন শাহীন, সম্পাদক ফজলুল কাদের সজন, বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলার সভাপতি মেজবাউল আলম, মিজানুর রহমান ও আবিদ হাসান।

পাবনা : সন্ধ্যায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি চন্দন কুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শামছুল হক টুকু, আবু ইসহাক শামীম, গোলাম ফারুক প্রিন্স, খম হাসান কবির, আরিফ, বেবী ইসলাম, অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম, তৌফিক ইমাম খোকন, ড. মাসুদ, আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

বগুড়া : শহরের টেম্পল রোডে স্বেচ্ছাসেবক লীগের কার্যালয়ে সংগঠনের জেলা শাখার আহ্বায়ক আসাদুর রহমান দুলুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন নবাব, ভিপি সাজেদুর রহমান শাহীন, আবু

বাসার মানিক, প্রভাষক মনিরুজ্জামান মনির, শেখ আবু সাইদ, হেলাল উদ্দিন, আলহাজ আবিদার রহমান, কোয়েল ইসলাম, শহীদ হোসেন পাশা, মোহাম্মদ আলী, আরিফুল বারি আঞ্জিল, এমআর ইসলাম ছানা, রেজাউল বারী, সিপন মিয়া, সেলিম রহমান পিন্টু প্রমুখ।

পার্বতীপুর : স্থানীয় বালিকা বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ সভাপতি হাফিজুর ইসলাম প্রমাণিক। বিকালে বঙ্গবন্ধু পরিষদের আহ্বায়ক নূর-ই-আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ড. আবদুল আহাদ, অধ্যক্ষ নুরুল আমিন, নীলকান্ত মহন্ত, এমএ ওহাব সররকার প্রমুখ।

সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির কাছে থাকলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না

বাংলাদেশে নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ করার জন্য নির্বাচন কমিশন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের কাছে না আনা হলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে বিধিটি রয়েছে তার সংশোধন জরুরি।

গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স (বিলিয়া) আয়োজিত এ আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বিলিয়ার পরিচালক ওয়ালিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন ল কমিশনের সাবেক সদস্য বিচারপতি নঈমুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য দেয়ার কথা ছিল ঢাকা সফররত বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি. মাইলামের। কিন্তু খাদ্যে বিষক্রিয়ায় (ফুড পয়জনিং) অসুস্থতার কারণে তিনি আলোচনায় অংশ নিতে পারেননি। তিনি দু:খ প্রকাশ করে চিঠি পাঠিয়েছেন। মাইলামের চিঠি বিলিয়া পরিচালক ওয়ালিউর রহমান পড়ে শোনান।

মাইলাম তার চিঠিতে লিখেছেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হওয়া খুবই জরুরি। গণতন্ত্র সুসংহত করার জন্য সব দলের গণতন্ত্র চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে আবারও বাংলাদেশে আসবেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করেন।

বিচারপতি নঈমুদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ক ৫৮খ ধারায় সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির কাছে রাখার যে নিয়মটি রয়েছে তার পরিবর্তন জরুরি। সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের কাছে দেয়া উচিত। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ হচ্ছে নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য রুটিন কাজ করা। তার কাজ একসঙ্গে ২৫ সচিবকে বদলি করা নয়। তিনি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, ভোটার তালিকা নিয়ে যে নির্দেশ সুপ্রিমকোর্ট দিয়েছে তা অমান্য করেছে নির্বাচন কমিশন।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বলেন, হাওয়া ভবনের নীলনকশা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। বিএনপি শুধু আগামী নির্বাচন নয়, আগামী ৩০ বছরে কে নির্বাচন কমিশনার হবেন বা কে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হবেন ঠিক করে রেখেছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান নির্বাচন কমিশনার আদালতের নির্দেশ মানছেন না, সুশীল সমাজের ভাবনা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছেন না। সবকিছুকেই তিনি উপেক্ষা করছেন।

তিনি বলেন, ক্ষমতাচর্চার ক্ষেত্রে শুধু রাজনীতিকরণ নয় ব্যক্তিকরণও হচ্ছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এ দুটো ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, অতীতের তিনজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানই ব্যর্থ হয়েছেন।

রাশেদ খান মেনন বলেছেন, নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটার ফায়সালা না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে থাকতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাদের ২৩ দফায় রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের কথা রয়েছে। তবে এখন কিছু কিছু বিষয় চলে আসছে যার সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংস্কার প্রশ্নটি জড়িত নয়।

Z_¨mÎt ``wbK msev`, gvP 18, 2006

রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি মুছে দিয়েছে বিএনপি কর্মীরা

রাজশাহী সুগার মিল কর্মচারী ইউনিয়ন কার্যালয়ের দেয়ালে আঁকা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকিৃতি মুছে দিয়েছে বিএনপি কর্মীরা। পুলিশের সহায়তায় বিএনপি সমর্থক কর্মচারী ও স্থানীয় ক্যাডাররা বৃহস্পতিবার রাতে ঐ প্রতিকৃতি মুছে দেয়। গতকাল শুক্রবার সকালে এ ঘটনা জানাজানি হলে মহানগরীর পূর্বাঞ্চলে বিএনপি এবং আওয়ামী রীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগটনের নেতাকর্মীদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে পুরো এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার বিকেলে হরিয়ান ও কাটাখালী বাজারে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শণ ও সমাবেশ করেছে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক সংবাদ, মার্চ ১৮, ২০০৬

সত্য চ্যালেঞ্জ

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংসদে বিরোধীদলীয় হুইপ বীর বাহাদুর এমপি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ না গেলে আমি এমপিগিরি ছেড়ে দেব। সংসদ থেকে পদত্যাগ করব। শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় প্রেস ক্লাবে বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সমাবেশ যখন চলছিল তখন সময় প্রায় ৬টা। সন্ধ্যা গড়াতে আরো কিছু সময় বাকি। বীর বাহাদুরও তখন বক্তব্য শেষ করেননি। বীর বাহাদুরের চ্যালেঞ্জকেই সত্য প্রমাণ করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে গেল বিদ্যুৎ। বীর বাহাদুর বিদ্যুৎ চলে যাওয়া আঁচ করতে পেরেই বলে উঠলেন– ওই তো গেল। এরপর তিনি বললেন, 'জোট সরকারের উন্নতি, সন্ধ্যা হলে মোমবাতি'।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক সমকাল, মার্চ ১৮, ২০০৬

অ্যামনেস্টির বার্ষিক প্রতিবেদন

কতিপয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে জঙ্গি তৎপরতা আড়াল করার অভিযোগ

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, ক্ষমতাসীন জোটের কতিপয় সদস্য গ্রেফতারকৃত জঙ্গি নেতা শায়খ আবদুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাই এবং তাদের ক্যাডারদের জঙ্গি তৎপরতা আড়াল করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়ায় উত্থাপিত অভিযোগের পর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ বক্তব্য তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করে। বৃহস্পতিবার প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

অ্যামনেস্টি বলেছে, বোমা সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত কারো সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপিত হলে সে বিষয়ে তদন্ত করার দায়িত্ব সরকারেরই। রাজনীতিকদের জড়িত থাকার বিষয়টি উল্লেখ করার সময় অ্যামনেস্টি বহিস্কৃত বিএনপি সাংসদ আবু হেনার বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়।

অ্যামনেস্টি আরো বলেছে, নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী জঙ্গি সংগঠন জেএমবির শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতারে এ কথাই প্রমাণিত হয়, এসবের জন্য বিরোধীদের ঢালাওভাবে দায়ী করার সরকারি নীতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনতে হবে।

অ্যামনেস্টি বলেছে, বোমা হামলার ঘটনায় ইসলামী জঙ্গিদের জড়িত থাকার কথা ক্রমাগত অস্বীকার করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে সরকার তাদের উৎসাহিত করেছে। আর এখন দেখা যাচ্ছে, এরা কেবল বোমাবাজিই নয়, আরো নানাবিধ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে। তারা মানবাধিকার কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ইউনুস হত্যাকা-ের সঙ্গেও তারা জড়িত।

জঙ্গি নেতাদের গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদে বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যথাযথভাবে খতিয়ে দেখার ব্যর্থতার অভিযোগও তুলেছে অ্যামনেস্টি। ময়মনসিংহের ৪টি সিনেমা হলে বোমা হামলার ঘটনায় দায়ীদের না ধরে লেখক-সাংবাদিক বা বিরোধী রাজনীতিকদের আসামি বানানো প্রতিশোধপরায়ণতারই বহিঃপ্রকাশ। তাদের গ্রেফতার করে নির্যাতনের বিষয়টিরও পুনরুল্লেখ করেছে অ্যামনেস্টি।

এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংহে বোমা হামলার দায়ে শাহরিয়ার কবীর, মুনতাসীর মামুন, আওয়ামী লীগ নেতা সাবের হোসেন চৌধুরী ও সাংবাদিক এনামুল হক চৌধুরীর ওপর নির্যাতন এবং হয়রানির ঘটনা উল্লেখ করা হয়। এসব খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

অ্যামনেস্টি বলেছে, এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সরকার জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে ইসলামী সংগঠনগুলোর জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করতে চেয়েছে, বিচারের গতি পাল্টাতে চেষ্টা করেছে এবং বোমা হামলার প্রকৃত হোতাদের রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অ্যামনেস্টি আরো বলেছে, এসব ঘটনার তদন্তে আন্তর্জাতিক বিধিবিধান মান্য করতে হবে। সরকারের মধ্যে কেউ তাদের মদদ জুগিয়েছে কি না, রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে কি না তাও তদন্ত করে দেখতে হবে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান মান্য করেই তাদের শাস্তি বিধান করতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক সমকাল, মার্চ ১৮, ২০০৬

পিসকোর সংক্রান্ত বাংলাদেশের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত নয়ঃ মার্কিন দূতাবাস

পিস কোরের কার্যক্রম স্থগিত প্রশ্নে মার্কিন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেয়া বক্তব্য যুক্তিযুক্ত নয় বলে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস মনে করে। ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা বলেন, সম্প্রতি গাজীপুরে জেএমবি সদস্য জুয়েল ও আবদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে তারা পিস কোর সদস্যদের হত্যা করার যে পরিকল্পনার কথা ফাঁস করেছে, সে ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য বা উদ্যোগ না নেয়ার বিষয়টি দুঃখজনক। তিনি বলেন, 'যদিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সব খবরকে আমরা বিশ্বাস যোগ্য মনে করি না। তারপরও দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষকরে নিরাপত্তার প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে ত্বরিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত তথ্য বিনিময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেএমবি শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিশোধ হিসেবে মার্কিন পিস কোরের উপর হামলার আশংকায় ওয়াশিংটন থেকে বাংলাদেশে পিস কোরের কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। যে কারণ দেখিয়ে ঐ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা যুক্তিসম্মত ও গ্রহণযোগ্য নয় বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিব জানিয়েছিলেন।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, মার্চ ১৮, ২০০৬

ভোলায় ছাত্রদলের হামলায় ৫ ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আহত

ভোলায় ছাত্রদল-ছাত্রলীগের সংঘর্ষের জের ধরে শুক্রবার বিক্ষিপ্ত হামলায় ৫ ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে পিটিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে ছাত্রদল কর্মীরা। বৃহস্পতিবার রাতে আওয়ামী লীগ অফিসে হামলা চালিয়ে ভাংচুরের চেষ্টাকালে পুলিশ সুপারের বাধার মুখে বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এসব ঘটনায় শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। দাঙ্গা পুলিশী টহল অব্যাহত রয়েছে। ছাত্রদলের অলিউল্যাহ বাদী হয়ে ১১ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে।

জানা যায়, ভোলা কলেজের তুচ্ছ ঘটনার পর ছাত্রদলের কর্মীরা একের পর এক হামলা চালায়। শুক্রবার যুগির ঘোল, পিটিআই ও পানের আড় এলাকার জসিম গ্রুপেরহামলায় আহত হয় জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন রিপন, কলেজ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাকিল, পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক জাকির হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা মো. সোহেল, সাহেদ রহমান সজিব। প্রথমে যুগির ঘোল মসজিদ এলাকায় সকাল ১০টায় জাকির হোসেন রিপনকে পিটিয়ে কুপিয়ে জখম করে তার কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে ছাত্রলীগ সভাপতি জানান।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ১৮, ২০০৬

অর্ধেক হাইজ্যাক
সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল কমপ্লেক্স এখন খালেদা জিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল কমপ্লেক্স এখন 'বেগম খালেদা জিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল।' এই নামে প্রতিষ্ঠান চালুর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া শেষের পথে, গত মাসেই প্রজ্ঞাপন জারি হয়ে গেছে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। গণতন্ত্রের মানসপুত্র হিসাবে খ্যাত সোহরাওয়ার্দীর নামকে এড়িয়ে উনিশ একর জমির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর নামে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিজ্ঞ চিকিৎসক-রাজনীতিবিদরা বলছেন, এটা ব্যক্তিত্বের ওপর আঘাত হানার নামান্তর। সোহরাওয়ার্দী কমপ্লেক্সকে এর মধ্য দিয়ে এক প্রকার হাইজ্যাক করা হলো। মেডিক্যাল কলেজ প্রধানমন্ত্রীর নামে করে হাসপাতাল সোহরাওয়ার্দীর নামে রাখার মাধ্যমে তাকে খাটো করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে সোহরাওয়ার্দীর নাম ধীরে ধীরে মুছে যাবে এই কমপ্লেক্স থেকে।

এদিকে জোট সরকার শেষ পর্যায়ে এসে তড়িঘরি কোন রকম পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক নিয়োগ ছাড়াই চালু করতে যাচ্ছে 'বেগম খালেদা জিয়া মেডিক্যাল কলেজ।' স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্র জানিয়েছে, অধ্যক্ষ নিয়োগের পর এমাসেই শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে। ফলে এর ভবিষ্যত নিয়ে সন্দিহান সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ুক এটা চাই, কিন্তু ভবিষ্যত পরিকল্পনাহীন, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ও কার্যক্রম চালু ভবিষ্যতে ব্যাপক জটিলতা সৃষ্টি করে। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর, ফরিদপুর, বগুড়া, কুমিল্লা ও খুলনা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এখনও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারেনি প্রতিষ্ঠানগুলো। শিক্ষার্থীরা এসব মেডিক্যাল কলেজে মেডিক্যাল শিক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত ও মানের দিক থেকে কিছুটা পিছিয়েও।

চিকিৎসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এই মেডিক্যাল কলেজ চালুকে ভাল চোখে দেখছেন না। তাঁরা বলছেন, দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির একটি সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, গত ৬ মাস আগে ১৩টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, পরীক্ষা শেষে ফলাফল প্রকাশের পর এখন ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে এবং আগামী এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ক্লাস শুরু হবে চলতি সেশনের শিক্ষার্থীদের। এ ছাড়া বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোতেও ভর্তি প্রক্রিয়া শেষের পথে। এ রকম পরিস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্নরা এখানে ভর্তির সুযোগ পাবে। রাজধানী ঢাকার বুকে অবস্থিত এই কলেজ মানের দিক দিয়ে ডিএমসি বা সলিমুল্লার সমকক্ষ হতে পারে, কিন্তু যারা এসব কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে তারা আর এখানে আসবে না, বাইরের মেডিক্যাল কলেজগুলো থেকে কম মেধাসম্পন্নরাই এখানে ঝুঁকবে। কৌশলে বিলম্বে খালেদা জিয়া মেডিক্যালের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হলো।

বিএমএর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব বলেছেন, একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন প্রজেক্ট ফ্রেম ওয়ার্ক, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, এর কোনটিই না করে সরকার রাজনৈতিক দিক বিবেচনায় কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। এতে ভবিষ্যতে একাডেমিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের আমলে পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণার পর এ ধরনের সমস্যা হয়েছে, যা এখনও রয়েছে। বিএমএ নেতা বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার নামে মেডিক্যাল কলেজ করায় সোহরাওয়ার্দী কমপ্লেক্স আর থাকছে না। বিতর্কের উর্ধে থাকা এই মানুষটির প্রতি সরকারের এহেন দৃষ্টি সঠিক নয়। তার নামেই মেডিক্যাল কলেজ হওয়া উচিত ছিল। সোহরাওয়ার্দী কমপ্লেক্স এর মধ্য দিয়ে হাইজ্যাক হয়ে গেল।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল কমপ্লেক্স এ বেগম খালেদা জিয়ার নামে মেডিক্যাল কলেজ করায় বিতর্কের উর্ধে থাকা ব্যক্তিত্বকে খাট করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সদস্য সচিব বিএসএমএমইউর সহযোগী অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান। তিনি বলেন, প্রগতিশীল রাজনীতির গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে অনায়াসে এই কলেজটি করা যেত, কিন্তু তা না করে সরকার প্রধানমন্ত্রীর নামে করেছে যার মাধ্যমে তার ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে। একই কমপ্লেক্সে দু'জনের নামে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান করার যুক্তিকতা নেই।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ১৮, ২০০৬

বগুড়ায় বিএনপির নেতা কর্মীরা রাস্তার ঠিকাদার

বগুড়া শহরের পিডিবি গ্রিড থেকে সিলিমপুর পর্যন্ত ৬০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তাটি নির্মাণের ঠিকাদারি পেয়েছেন জেলা বিএনপি সভাপতি ও বগুড়ায় প্রধানমন্ত্রীর দুজন বিশেষ প্রতিনিধির (সেখানে বেগম খালেদা জিয়ার নির্বাচনী এলাকার দুটি থানার একটির তদারককারী) একজন রেজাউল করিম বাদশা। একই সঙ্গে তিনি দত্তবাড়ি কাজীখানা লেন থেকে শিববাটি শাহী মসজিদ লেন পর্যন্ত ১ হাজার ৮৬ মিটার দীর্ঘ রাস্তাটির কাজও পেয়েছেন। তবে তার ঠিকাদারি ব্যবসা নতুন নয়।

কিন্তু ঢাকায় হাওয়া ভবনের (কর্মী) রুমনের (পৌরসভার তালিকায় এভাবেই রুমনের পরিচয় লেখা আছে) ঠিকাদারি ব্যবসার তেমন কোনো অতীত রেকর্ড নেই। তবু তার নামে সাড়ে ১৯ লাখ টাকা ব্যয়ে মোট ১ হাজার ৪২৮ মিটার দীর্ঘ ছয়টি রাস্তার কাজ বরাদ্দ হয়েছে। শহরের মাটিডালি ট্যানারি রোড থেকে ফুলবাড়ি টিটু লেন পর্যন্ত এই রাস্তাগুলো নির্মাণের কাজ বাস্তবে করছেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী।

এগুলো প্রায় ৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে বগুড়া শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন সড়ক নির্মাণের কাজ। মোট ১৪১টি প্যাকেজে (প্রতিটি প্যাকেজে এক বা একাধিক রাস্তা) ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও সংস্কারকাজ হচ্ছে। এর মধ্যে ৯৪টি প্যাকেজ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ১১টি প্যাকেজে সাধারণ ঠিকাদারদের নাম থাকলেও এর পাঁচজনের নামের সঙ্গে কোনো না কোনো বিএনপি নেতা কিংবা কমিশনারের নাম যুক্ত আছে। মাত্র ছয়টি প্যাকেজের কাজ পেয়েছেন সাধারণ ঠিকাদাররা। বাকি সব কাজ করছেন বা পেয়েছেন বিএনপি নেতা, পৌর কমিশনার ও তাদের সমর্থকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিএনপি নেতা, কমিশনার ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় এসব কাজ ভাগবাটোয়ারা হয়েছে। এদের কেউ কেউ অন্যের ঠিকাদারি লাইসেন্সে কাজ নিয়ে নিজেই তা করছেন। কেউ আবার নিজের নামে পাওয়া কাজ অন্য ঠিকাদারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।

বিএনপি নেতা এবং পৌর কমিশনারদের নামে এভাবে কাজ বরাদ্দের বিষয়ে জানতে চাইলে বগুড়া পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল গতকাল শুক্রবার টেলিফোনে প্রথম আলোকে কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, সাধারণ ঠিকাদাররাই তো কাজগুলো করছেন। তালিকায় এ রকম নাম কীভাবে উঠল তা তো আমি বলতে পারছি না। আর কাজগুলো বরাদ্দ হয় ঢাকায় প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, রাস্তা নির্মাণে ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও ভাগবাটোয়ারার জন্য টাকা রয়েছে প্রায় ২৩ কোটি। কারণ বগুড়া শহরে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের জন্য পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি তাদের কাটা রাস্তা মেরামতের জন্য প্রায় ২ কোটি টাকা দিয়েছে। এই টাকা দিয়ে গ্যাস কোম্পানির কাটা রাস্তা মেরামতের জন্য দরপত্র আহ্বান, ঠিকাদার মনোনয়ন প্রভৃতি করা হলেও সে কাজ আর আলাদাভাবে করা হচ্ছে না। করার প্রয়োজনও নেই। অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের টাকায়ই এ কাজ হয়ে যাচ্ছে।

বগুড়ার কয়েকটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানিয়েছেন, তারা এ রকম রাজনৈতিক বিবেচনায় কাজ বিতরণের বিষয়টি ঢাকায় প্রকল্প পরিচালককে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রতিকার চেয়েছেন। কিন্তু কোনো ফল পাননি। কাগুজে ঠিকাদারেরাই সব কাজ বাগিয়ে নিয়েছেন। তারা মনে করেন, এতে অর্থের অপচয় যেমন হবে, তেমনি কাজের মানও খারাপ হবে।

অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের 'সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও মেরামতকরণ' শিরোনামে পাওয়া তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১ নম্বর প্যাকেজভুক্ত শহরের বিসিক ফুলবাড়ি জাহিদুল লেন ও জিয়াউর রহমান লেন ভায়া নিলু হাজি লেন পর্যন্ত রাস্তাগুলোর ঠিকাদারের নাম-ঠিকানার ঘরে লেখা আছে 'শহর বিএনপি' এবং তার নিচে মেসার্স শফিক ট্রেডার্স, গোহাইল রোড, বগুড়া। আবার ৬২ নম্বর প্যাকেজভুক্ত (পার্ট-১) সত্যপীরতলা রোড থেকে বৃন্দাবনতলা পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়নকাজেও ঠিকাদারের নাম-ঠিকানা রয়েছে 'শহর বিএনপি' এবং নিচে রয়েছে মেসার্স নিশিতা এন্টারপ্রাইজ, সেউজগাড়ি, বগুড়া।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এর মানে হচ্ছে এ কাজ দুটি শহর বিএনপির কোনো কোনো নেতার নামে রাজনৈতিক বিবেচনায় বরাদ্দ হয়েছে। তারা ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে কাজ করাচ্ছেন।

একইভাবে ২ এবং ৩ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে 'কমিশনারবৃন্দ' এবং এর নিচে ২ নম্বরে মেসার্স জমজম কনস্ট্রাকশন, সূত্রাপুর, বগুড়া এবং ৩ নম্বরে মোঃ আজিজুল ইসলাম, সুলতানগঞ্জপাড়া, বগুড়া উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিএনপির জেলা, শহর ও বিভিন্ন ওয়ার্ড শাখার নেতা এবং কমিশনারদের নামে বিভিন্ন প্যাকেজ বরাদ্দের উল্লেখ রয়েছে।

যেমন বিএনপি নেতা ও পৌর কমিশনার দেলোয়ার হোসেন পশারী হিরু ৬৮, ৭৮ এবং ৭৯ (পার্ট-২)-এই তিনটি প্যাকেজের কাজ পেয়েছেন। তিনি মেসার্স শাহাদাৎ হোসেন, সেউজগাড়ি এবং মেসার্স মিন্টন কনস্ট্রাকশন, রহমাননগর, বগুড়া-এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজগুলো করাচ্ছেন।

কমিশনার পরিমল কুমার সিংয়ের নামে বরাদ্দ রয়েছে প্যাকেজ নম্বর ৬৯, ৫, ৬৫, ২৩ নম্বরের কাজ। তিনি মেসার্স পরিমল কুমার সিং, চেলোপাড়া এবং মেসার্স এস কে এন্টারপ্রাইজ, চেলোপাড়া, বগুড়া; প্রতিষ্ঠান দুটির মাধ্যমে কাজ করছেন।

৭৯ নম্বর প্যাকেজের কাজ পেয়েছেন ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মি. রিপন। আর কো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে তিনি কাজ করছেন। ৬ ও ১১ নম্বর প্যাকেজে ঠিকাদারের নাম-ঠিকানা রয়েছে 'কমিশনারবৃন্দ ও মি. আপেল, মেসার্স নানানাতী ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ, রহমাননগর এবং মেসার্স নানানাতী ওয়ার্কশপ, কানুছগাড়ি, বগুড়া'। ৭ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদার 'মি. ওয়াদুদ, শ্রমিক দল ও মি. নজরুল, মেসার্স নানুসী এন্টারপ্রাইজ'।

৮ নম্বর প্যাকেজভুক্ত মালতীনগর কালীমন্দির থেকে নামাপাড়া পর্যন্ত রাস্তার ঠিকাদারি পেয়েছেন গাবতলী উপজেলার যুবদল নেতা মি. সাইফুল। এই কাজটি হচ্ছে মেসার্স সাইমা ট্রেডার্স, গাবতলী, বগুড়ার মাধ্যমে। ৯ নম্বর প্যাকেজে ঠনঠনিয়া পাইকার ও টোনাপাড়া রাস্তার কাজ পেয়েছেন 'শহর বিএনপি, মেসার্স ইদ্রিস আলী মণ্ডল, সোনাতলা, বগুড়া'। ১০ নম্বর প্যাকেজে চকলোকমান তাজমা থেকে সোবাপট্টি ভায়া জর্দাপট্টি রাস্তার কাজ পেয়েছেন 'শহর বিএনপি ও মি. ওয়াদুদ, মেসার্স নানুসী এন্টারপ্রাইজ, চেলোপাড়া বগুড়া'। ১২ নম্বর প্যাকেজে পুলিশ লাইন বাইলেন থেকে মৃত বাবুল কমিশনারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ঠিকাদার 'কমিশনারবৃন্দ ও মি. দুলাল, মোঃ জহুরুল ইসলাম খান, মালতীনগর'।

ঠনঠনিয়া ঘোষপাড়া থেকে চকফরিদ এতিমখানা পর্যন্ত ১৩ নম্বর প্যাকেজের রাস্তার ঠিকাদার 'শহর বিএনপি, মেসার্স এম এম এন্টারপ্রাইজ, সূত্রাপুর'। ১৪ নম্বর প্যাকেজে ফুলদীঘি মেইন রোডে কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়নকাজের ঠিকাদার 'কমিশনারবৃন্দ ও মি. খোকন, মেসার্স এ এইচ কে এন্টারপ্রাইজ, স্টেশন রোড'। ১৫ নম্বর প্যাকেজে ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া বাইলেন এবং ২২ নম্বর প্যাকেজের জহুরুলনগর পূর্ব ও পশ্চিম রাস্তার ঠিকাদার 'শহর বিএনপি, মেসার্স শফিক ট্রেডার্স, গোহাইল রোড'। নিশিন্দারা মধ্যপাড়া থেকে হাউজিং এস্টেট পর্যন্ত ১৬ নম্বর প্যাকেজের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়নকাজের ঠিকাদার 'শহর বিএনপি, মেসার্স পাপন এন্টারপ্রাইজ, কালীতলাহাট'। ১৭ নম্বর প্যাকেজের বৃন্দাবনপাড়া রাইজিং ক্লাব মাঠ থেকে ভাণ্ডারি গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তার ঠিকাদারি পেয়েছেন '৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির মি. শামীম ও মি. ফিরোজ, জ্যাপ ইন্টারন্যাশনাল, নাটাইপাড়া'। ৫০ ও ৭০ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদারি পেয়েছেন '৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির মি. হেলাল ও মি. ফিরোজ, মেসার্স কবির ট্রেডার্স, চকসূত্রাপুর'।

২০ এবং ৫১ নম্বর (পার্ট-১) প্যাকেজের ঠিকাদারি পেয়েছেন ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির মি. আবদুল্লাহ, মেসার্স নিশিতা এন্টারপ্রাইজ, সেউজগাড়ি'। এ প্যাকেজের পার্ট-২-এর ঠিকাদারি পেয়েছেন শহর বিএনপির মি. হামিদুল হক চৌধুরী হিরু। ৬৫ নম্বর (পার্ট-২) প্যাকেজের ঠিকাদারি পেয়েছেন 'কমিশনার মি. বিটু ও সাধারণ ঠিকাদার মি. নজরুল, মেসার্স নানুসী এন্টারপ্রাইজ, চেলোপাড়া'। ১৯ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদারি পেয়েছেন 'বগুড়া শহর বিএনপি, মেসার্স আলম স্টোর, খান্দার'। ৬৪ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদারি পেয়েছেন গাবতলীর যুবদল নেতা 'মি. আতিক, মেসার্স মুন্না ট্রেডার্স'। ৬৬ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদার হিসেবে তালিকায় নাম রয়েছে 'জেলা বিএনপি নেতা মি. সিম্পুল, মেসার্স সামস্ এন্টারপ্রাইজ, কাটনারপাড়া'।

৫২ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদারি পেয়েছেন 'শহর বিএনপির সভাপতি মাহবুবুর রহমান বকুল, মেসার্স ববি এন্টারপ্রাইজ, পুকুরপাড় মার্কেট'। ৬৩ ও ৮৬ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদারি পেয়েছেন কমিশনার সিপার আল বখতিয়ার, মেসার্স সহিদ এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স লিপন ট্রেডার্সের নামে। ৭১ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদারি পেয়েছেন 'কমিশনার মি. বাবলা, মেসার্স তুহিন কনস্ট্রাকশন, চকসূত্রাপুর'। ২৪ ও ৭২ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদারি পেয়েছেন জেলা যুবদলের মি.

স্বাধীন। তিনি ২৪ নম্বর প্যাকেজের কাজ করছেন অনন্তবালা ট্রেডিং এজেন্সি, মালতীনগরের মাধ্যমে এবং অন্যটি এ্যাস ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে। ২৫ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদার 'কমিশনারবৃন্দ ও মি. আলতাফ, মেসার্স বাণী কনস্ট্রাকশন, ফাঁপোর'।

২৬ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদারি পেয়েছেন 'শহর বিএনপি ও মি. কিউ, মেসার্স মঞ্জুর আলম, নাজ কমপ্লেক্স'। ২৭ নম্বর প্যাকেজ পেয়েছেন 'কমিশনারবৃন্দ ও মি. মোজাম্মেল, থ্রি স্টার কনস্ট্রাকশন, লতিফপুর কলোনি'। ২৮ নম্বর প্যাকেজ পেয়েছেন 'কমিশনারবৃন্দ ও মি. আলতাফ, মেসার্স বাণী কনস্ট্রাকশন, ফাঁপোর'। ২৯ নম্বর পেয়েছেন 'শ্রমিক দলের মি. ওয়াদুদ ও সাধারণ ঠিকাদার মি. নজরুল'। ৩০ নম্বর প্যাকেজ পেয়েছেন 'শহর বিএনপি ও শ্রমিক দলের মি. ওয়াদুদ'। ৩১ নম্বর প্যাকেজ পেয়েছেন জাসাসের নেতা মি. আপেল ও শহর বিএনপি। ৩৩ নম্বরের ঠিকাদার 'শহর বিএনপি, মেসার্স ওয়াহেদ এন্টারপ্রাইজ, সূত্রাপুর'। ৩৪ নম্বর প্যাকেজের ঠিকাদার 'কমিশনারবৃন্দ ও মি. রাজ ও মি. খোকন'। ৩৫ নম্বরের ঠিকাদারও 'শহর বিএনপি, মেসার্স পাপন এন্টারপ্রাইজ, কালিতলা'। ৭৩ নম্বরের ঠিকাদারি পেয়েছেন '১১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির মি. বাবু ও মি. শামিম, মেসার্স দীবা এন্টারপ্রাইজ, মালতীনগর'। এভাবে কাজগুলো ভাগবাটোয়ারা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক সমকাল, মার্চ ১৮, ২০০৬

মঙ্গার টাকা এমপিদের পকেটে

চরম দরিদ্রদের জন্য গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বরাদ্দ হচ্ছে। মঙ্গা দূরীকরণ মূল উদ্দেশ্য হলেও সংসদ সদস্যদের স্থানীয় স্বার্থের কারণে প্রকল্পের বিস্তার ঘটছে মঙ্গা আক্রান্ত নয় এমন জেলাতেও। এর সুবাদে রীতিবহির্ভূত বরাদ্দের ঘটনা ঘটছে। ৫৪ কোটি টাকার মধ্যে কম করে হলেও ১০ কোটি টাকা অবস্থাপন্ন ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে বিতরণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বৃহত্তর রংপুরের মঙ্গাপীড়িত জেলাসহ আটটি জেলার হতদরিদ্রদের জন্য ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প নেওয়া হলেও পরে অপরিকল্পিতভাবে প্রকল্প এলাকা ৩১টি জেলায় বিস্তৃত করা হয়। সরকারদলীয় এমপিদের প্রভাব-বলয় বাড়াতে গরিব ও দুস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের যথেচ্ছ রাজনৈতিক ব্যবহার হচ্ছে। এমপিদের দাপটে মন্ত্রীরাও অসহায়। এমপিরা প্রত্যেকে ৩৫ লাখ টাকা করে নিয়েছেন।

লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, নীলফামারী– মঙ্গাপীড়িত বৃহত্তর রংপুরের এ জেলাগুলো নিয়ে শুরু হয় ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প। গত বছর এজন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও ছাড় করা হয় ৩৫ কোটি টাকা। কিন্তু মঙ্গাপীড়িতদের ভাগ্যোন্নয়নে প্রকল্প কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে তা জানা এবং লক্ষ্য অর্জনে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বিচার-বিশ্লেষণ করার আগেই প্রকল্পের রাজনীতিকীকরণ শুরু হয়। আবার অপরিকল্পিতভাবেই প্রকল্প বরাদ্দ বাড়িয়ে ৭৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। স্থানীয় এমপিদের জোর তদবিরের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় প্রকল্পের আওতা আটটির স্থলে ৩১টি জেলায় বিস্তৃত করা হয়। কিন্তু বরাদ্দ করা অর্থের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়নি। ফলে প্রকল্প এলাকায় বিশেষত মঙ্গাপীড়িত এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক সমকাল, মার্চ ১৮, ২০০৬

বাগমারায় বাংলা ভাইয়ের সহযোগীরা সংবাদ সম্মেলন করেছেন

রাজশাহীর বাগমারা থানায় এক নির্যাতিতের দায়ের করা মামলার আসামি জেএমবি জঙ্গিরা গত বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। অথচ পুলিশ বলছে, তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাগমারায় বাংলা ভাই ও তার ২৭ সহযোগীর বিরুদ্ধে এটিই ছিল প্রথম মামলা। গতকাল শুক্রবার স্থানীয় সাংবাদিকরা ওসিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি জঙ্গিদের গ্রেপ্তারে তৎপরতা শুরু করেন।

জানা যায়, বাগামারা থানায় ভক্তপাড়া গ্রামের নির্যাতিত আবদুস সালামের দায়ের করা মামলার আসামিরা বৃহস্পতিবার ভবানীগঞ্জে আদর্শ টেকনিক্যাল কলেজে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজনে করেন। এতে প্রধান আসামি আয়নাল হক, আফজাল হোসেন, নূরুল ইসলামসহ ১০ আসামি উপস্থিত ছিলেন। জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এমন কয়েকজন জামায়াত নেতাও এতে উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৮, ২০০৬

মহিলা দল নেত্রীর প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ২১ কোটি টাকা অবৈধ ঋণ

বরিশালে রূপালী ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারি

জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের এক নেত্রীর প্রতিষ্ঠানকে অবৈধভাবে ঋণের অতিরিক্ত ২১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কোতোয়ালি থানায় এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে। ব্যাংকের উর্ধ্বতন তিনটি দল এ ঘটনা তদন্তে এখন বরিশালে অবস্থান করছে।

ব্যাংক সূত্র জানায়, রূপালী ব্যাংকের বরিশাল নগরীর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল শাখা থেকে নগরীর বগুড়া রোডের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক আম্বিয়া মেমোরিয়াল হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক লিমিটেডকে ২৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা দেওয়া হয়। জানা যায়, ওই প্রতিষ্ঠানের নামে বৈধ ঋণসীমা ছিল মাত্র ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা। কিন্তু ব্যাংকের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ওই প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় অতিরিক্ত ২১ কোটি টাকা।

আম্বিয়া মেমোরিয়ালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জান্নাতুন নেছা নয়ন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের মহানগর কমিটির সদস্য ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা দলের আহ্বায়ক। এ ছাড়া তিনি জাসাসের বরিশাল মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ১৮, ২০০৬

শেষ সময়ের বেসাতি

সাবেক প্রতিমন্ত্রীর পিতা ও ভাই ময়মনসিংহে জবরদখল করেছে বিপুল সরকারী সম্পত্তি

ময়মনসিংহে সাবেক প্রতিমন্ত্রীর পিতা হাজী কাশেম আলী নামমাত্র মূল্যে জবরদখল করে নিয়েছেন শহরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের স্থাপনাসহ প্রায় সাত একর সম্পত্তি। প্রতিমন্ত্রীর সহোদর জাকির হোসেন ওরফে ক্লাসিক বাবুল মুক্তাগাছায় জবরদখল করে নিয়েছেন বন বিভাগের সরকারী ২৩ একর সম্পত্তি। কেবল প্রতিমন্ত্রী পরিবারের এই জবরদখল করা সরকারী সম্পত্তির মূল্য অর্ধশত কোটি টাকার ওপরে। সাবেক প্রতিমন্ত্রীর পিতা ও সহোদর ছাড়াও মন্ত্রীর এপিএস ও আত্মীয়স্বজনরা সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত চার বছরে সাবেক প্রতিমন্ত্রীর পরিবার ও এপিএস-স্বজনরা রাতারাতি এই জবরদখল ও বিত্তবৈভবের মালিক বনেছেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে শহরের পাটগুদাম এলাকায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের একটি তিন তলা ভবনসহ প্রায় সাত একর জমি ৯৯ বছরের জন্য লিজ চেয়ে সাবেক প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন এমপির পিতা হাজী কাশেম আলী আবেদন করেন। কিন্তু আবেদনটি অনুমোদনের আগেই মন্ত্রীর পিতা প্রভাব খাটিয়ে প্রায় অর্ধশত কোটি টাকা মূল্যের এই সম্পত্তি জবরদখল করে নেন। এর আগে তিনতলা ভবনে বসবাসকারী সওজ কর্মচারীদের পুলিশ দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়। এক্ষেত্রে উচ্ছেদ করা আট পরিবারকে কোন নোটিস পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এদিকে নাইকো কেলেঙ্কারির ঘটনায় মন্ত্রিসভা থেকে প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগ করার পর তড়িঘড়ি করে এই জমি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরত নেয়া হয়। লোভনীয় এই সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় একই সময়ে রাতারাতি জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে নামমাত্র টাকা জমা দিয়ে রেজিস্ট্রি করে নেয়া হয়। সরকারের পক্ষে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক শাহ আলম বকশি এই জমির দলিল রেজিস্ট্রি করে দেন। এক্ষেত্রে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া টাকার অঙ্ক কমাতে হাজী কাশেম আলী নামের বদলে হাজী কাশেম আলী ফাউন্ডেশনের নামে এই সম্পত্তি নেয়া হয়। হাজী কাশেম আলী ফাউন্ডেশনের নামে আবেদনপত্রে এখানে একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, কলেজ অব এডুকেশন তথা সরকারী বিএড কলেজ, মেডিক্যাল

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় করার কথা ছিল। বর্তমানে এখানে হাজী কাশেম আলী কলেজ ও বিএড কলেজের পৃথক দু'টি সাইনবোর্ড ঝোলানো থাকলেও হাজী কাশেম আলী কলেজ ছাড়া দৃশ্যত আর কোন কার্যক্রম নেই।

অভিযোগ রয়েছে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন এমপির প্রভাব খাটিয়ে তাঁর পিতা হাজী কাশেম আলী সরকারী এই সম্পদ দখল করে নিয়েছেন। সওজের স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয় সূত্র এ নিয়ে কোন কথা বলতে রাজি হয়নি।

স্থানীয় অপর একটি সূত্র জানায়, সাবেক প্রতিমন্ত্রীর সহোদর গার্মেন্টস ব্যবসায়ী জাকির হোসেন ওরফে ক্লাসিক বাবুল ২০০৩ সালে মুক্তাগাছা উপজেলার দুল্লা ইউনিয়নের গজিয়া গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ বিটের আওতায় বন বিভাগের সরকারী ২৩ একর সম্পত্তি জবরদখল করে নিয়েছেন। অভিযোগ, ক্লাসিক বাবুল সাবেক প্রতিমন্ত্রীর প্রভাব খাটিয়ে বন বিভাগের বাগান ধ্বংস করে রাতারাতি জবরদখল করে নেন এই সম্পত্তি। জবরদখল করা সম্পত্তির মূল্য কোটি টাকার ওপরে। এ নিয়ে বন বিভাগ ময়মনসিংহ আদালতে মামলা দায়ের করলে আদালত সেখানে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তারপরও ক্লাসিক বাবুল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণসহ সেখানে রেস্ট হাউস ও বাগান করেছেন। এ নিয়ে বর্তমানে আইনী লড়াই চলছে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ১৮, ২০০৬

ভূমি লুটের মহোৎসবে ছাত্রদল যুবদল নেতারাও পিছিয়ে নেই

চয়েস ল্যান্ডে ভূমি লুটের মহোৎসবে ছাত্রদল-যুবদল নেতারাও পিছিয়ে নেই। ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শাহাবুদ্দিন লাল্টু সম্প্রতি সাভারের আমিনবাজারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের নামে প্রায় তিন বিঘা জমি দখল করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তাকে সিএনজি স্টেশনের জন্য ২৫ শতাংশ জমি বরাদ্দ দিলেও তিনি বিপুল সংখ্যক ক্যাডার প্রহরায় প্রায় তিন বিঘা জমি ঘেরাও করে জোরপূর্বক স্থানীয় ভোগদখলদারদের বিতাড়িত করেন। জমিতে বালু ভরাট করে কাজ শুরু করেন। সেখানে বসান ক্যাডার প্রহরা। জমির মালিকরা এ ব্যাপারে ন্যায়বিচার চেয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের শরণাপন্ন হলে তাঁরা লাল্টুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অপারগতা প্রকাশ করে তাঁদের আদালতের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন। ক্যাডারদের অস্ত্র মহড়া ও হুমকি ধমকিতে নিরুপায় হয়ে শেষমেশ তাঁরা জমি দখলের এ অত্যাচার নীরবে সয়ে যান।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ আমিনবাজার শালিপুর মৌজায় জমি দখলের এ নির্মম ঘটনাটি ঘটে। জমির মালিক আলী মিস্ত্রি ও গিয়াস উদ্দিন এ ঘটনার পর মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ক্যাডারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও হুমকিতে তাঁদের পরিবারের অন্য সদস্যরাও আতঙ্কে রয়েছেন। বন্ধ হয়ে আছে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয় উপার্জনের সব পথ। দু'টি পরিবারেই আকস্মিক ঘোর দুর্দশা নেমে এসেছে। অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলতেও তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শালিপুর মৌজার এসব জমির মালিক ছিলেন এ অঞ্চলের জোতদার হাজী বক্স। তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে সেখানে বিপুল পরিমাণ জমির মালিক হন। জমির সিএস রেকর্ডেও তাঁর পূর্বপুরুষের নাম রয়েছে। সরকারের সড়ক ও জনপথ বিভাগ ১৯৫০ সালে এ এলাকায় বেশ কিছু জমি অধিগ্রহণ করে। এর মধ্যে হজী বক্সের কিছু সম্পত্তি পড়ে। পরবর্তীতে অধিগ্রহণকৃত জমি বাদে বাকি সম্পত্তি তাঁর নামেই এসএ রেকর্ডভুক্ত হয় এবং তিনি এসব জমি বিভিন্ন মালিকের কাছে বিক্রি করেন। সরকারের কোন কাজে না আসায় অধিগ্রহণকৃত অবশিষ্ট সম্পত্তিও পৈত্রিক জমি হিসাবে তাঁরা ভোগ-দখল করতে থাকেন। এভাবে কয়েক যুগ পেরিয়ে যায়। বিগত সরকারের আমলে সরকারের অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি সংশ্লিষ্ট মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলে হাজী বক্স মহাসড়ক সংলগ্ন তাঁর অধিগ্রহণকৃত জমিও সরকারের কাছ থেকে চিরস্থায়ী লিজ আনেন। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর বর্তমান সরকারের ছাত্রদল নেতা ঐ সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে জমি দখল করেন।

দখলের আরেক শিকার আলী মিস্ত্রির পারিবারিক সূত্র জানায়, তারা হাজী বক্সের কাছ থেকে জমি কেনে ১৯৮০ সালে। ব্যক্তি মালিকানাধীন এ জমির রেকর্ডে কোন জটিলতা নেই। তাই তারা নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করে। গত ২৬ বছর যাবত নিয়মিত খাজনা পরিশোধের মাধ্যমে তারা এখানে অবস্থান করছে। আরএস রেকর্ডেও তাদের নাম উঠেছে। কিন্তু

গত মাসে ছাত্রদল নেতা শাহাবুদ্দিন লাল্টু অসংখ্য ক্যাডার ও পুলিশ এনে সরকারী খাস জমি আরেক মালিক গিয়াস উদ্দিনের জমিসহ তাদের প্রায় তিন বিঘা জমি দখল করে নেয়। এ সময় তারা জমির দলিলপত্র দেখালেও পুলিশ ও ক্যাডাররা তাদের কথায় কোন কর্ণপাত করেনি। উল্টো হুমকি দিয়ে বলেছে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে পরিণাম ভয়াবহ হবে। তারা পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, ছাত্রদল নেতা লাল্টু যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে সড়ক ও জনপথের খাস জমি লিজ এনে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিসহ দখল করেছেন।

সূত্র জানান, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় লাল্টুর অনলাইন ফিলিং স্টেশনের জন্য প্রথমে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে মিরপুর মৌজার ৬৩৫ নম্বর দাগে ২৭ শতাংশ জমি লিজ প্রদান করে। লাল্টু মিরপুরের ঐ জমি দখল করতে না পারায় পরে মন্ত্রণালয় সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও পেট্রোল পাম্প স্থাপনে জমির স্থান পরিবর্তন করে সাভার থানাধীন আমিনবাজারে শালিপুর মৌজায় সিএস ১২ ও ১৫ দাগের ২৫ শতাংশ জমি লিজ দেয়। জমির স্থান পরিবর্তনের এ সরকারী নির্দেশ হাতে পেয়েই লাল্টু ক্যাডার বাহিনী নিয়ে আলী মিস্ত্রির জমির ওপর চড়াও হন। শত শত ক্যাডারের উপস্থিতিতে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সিএনজি পাম্প স্থাপনের জন্য লাল্টু জোরপূর্বক সরকারী খাস জমির সঙ্গে আলী মিস্ত্রির ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিও দখল করে নেন। এ ব্যাপারে থানায় যোগাযোগ করেও আলী মিস্ত্রি পুলিশের সহায়তা পাননি। নিরুপায় হয়ে বিচার চাইতে গিয়েছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছে। সেখানেও কোন সহযোগিতা মেলেনি। তিনি এখন আদালতে মামলা করার চিন্তা-ভাবনা করছেন। এদিকে দখলদাররা এ জমি নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি না করার জন্য তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নানা হুমকিধমকি দিচ্ছে।

এর আগে যুবদল ক্যাডাররা সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নে কুমারখোলা মৌজায় ব্যক্তিমালিকানাধীন ১৬ একর জমি জোরপূর্বক দখল করে নেয়। পিতৃ-পুরুষের এ ভিটা কয়েকযুগ যাবত স্থানীয় বাসিন্দারা ভোগ-দখল করছিলেন। ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে সংঘবদ্ধ ভূমি লুটেরা চক্র এই জমি প্রভাবশালী এক যুবদল নেতার কাছে বিক্রি করে। ঐ যুবদল নেতা গতবছর লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে জমি দখলের চেষ্টা চালায়। এসময় স্থানীয় বাসিন্দারা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুললে তারা পিছু হটে। এর তিন মাস পর পুলিশ ও মস্তান বাহিনীর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় দফা চেষ্টা চালিয়ে ঐ জমি দখল করা হয়।

আরেকটি ঘটনায় সংঘবদ্ধ ভূমি দস্যু চক্র সাভার বাজারসংলগ্ন চাপাইন এলাকায় আইচা নোহাদা মৌজায় সোনালী ব্যাংকের সাবেক ডিজিএম এন সি দত্তের প্রায় তিন একর জমি কোর্ট অব ওয়ার্ডস থেকে লিজের নামে জবরদখল করে। অবসরপ্রাপ্ত ঐ ব্যাংকার জানান, জমিটি তাদের পূর্ব-পুরুষের। ভিটে হারিয়ে তিনি এখন পাগলপ্রায়। এর প্রকৃত মালিক ছিলেন হিন্দু জমিদার। আট দশক আগে ১৯২২ সালে তার দাদা শ্রীনাথ দত্ত পণ্ডিত হিন্দু জমিদারের কাছ থেকে এ জমি পত্তন নেন। এরপর থেকে তারাই এ জমি ভোগ-দখল করছেন। দাদার মৃত্যুর পর তার বাবা গৌর গোপাল দত্তের নামে জমিটির এসএ রেকর্ড হয়। তারা নিয়মিত খাজনাও পরিশোধ করেন। বাংলা ১৪০৮ সাল পর্যন্ত তাদের খাজনা পরিশোধ রয়েছে। কিন্তু কয়েক বছর আগে আকস্মিক একটি ভূমি লুটেরা চক্র সন্ত্রাসী ও ক্যাডার বাহিনী দিয়ে তাদের জমি দখল করে নেয়। তারা দাবি করে কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাদের এ জমি লিজ দিয়েছে। এরপর এ ব্যাপারে তিনি পুলিশ ও আদালতের শরণাপন্ন হন। ভূমিদস্যুদের হাত থেকে বাপ-দাদার ভিটে রক্ষার জন্য বিভিন্ন মহলে ধর্ণা দেন। কিন্তু কোথাও সুবিচার পাননি। কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্মকর্তারাও এ জায়গা পরিদর্শন করে তার পক্ষে রিপোর্ট দেন। কিন্তু অদৃশ্য ইঙ্গিতে সে রিপোর্ট কার্যকর হয়নি। উল্টো ভূমি সংস্কার বোর্ড তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তিনি এসব মামলা পরে তুলে নেয়া হলেও দখলদাররা ক্ষমতার দাপটে এখন আরও বেপরোয়া হয়ে ঐ জমিতে শতাধিক ঘর নির্মাণ করেছে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, মার্চ ১৮, ২০০৬

শ্রীপুরে ছাত্রদল নেতার মাছের খাদ্যের ভেজাল কারখানা আবিষ্কার

শ্রীপুরে ছাত্রদল নেতার তত্ত্বাবদানে পরিচালিত বিদেশী কোম্পানির লেভেল লাগিয়ে মাছের খাদ্য বাজারজাতকরণের কারখানা আবিষ্কার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, গতকাল রাতে ঐ কারখানার উৎপাদিত প্রোটিনের নমুনা সংগ্রহ করেছে। একই সময় ১০০ বস্তা প্রোটিন প্যাক, কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ অন্যত্র না সরানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

শ্রীপুরের শাপলা সিনেমা হল সংলগ্ন এমবি ট্রেডার্সে (শাহীন বিদ্যুৎ ট্রেডার্স) মিট এ্যান্ড বোন মিলে অস্ট্রিয়া লিখে মাছের নকল খাদ্য বাজারজাত করা হতো। ঐ কারখানার মালিক শ্রীপুর পৌর ছাত্রদলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন। সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ঐ ছাত্রদল নেতা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ৫০ কেজির প্রতি প্যাক প্রোটিন ৫৫০ টাকা করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভালুকা, ত্রিশার, মুক্তাগাছা, জামালপুর, শেরপুর অঞ্চলে বাজারজাত করেছে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক সংবাদ, মার্চ ১৮, ২০০৬

ঠাকুরগাঁওয়ে জামায়াতের হাত ধরেই জেএমবিতে যোগ দিয়েছে ক্যাডাররা

ঠাকুরগাঁওয়ে জেএমবির মূল হোতারা অজানা কারণে এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। কয়েকমাসে যাদের ধরা হয়েছে, তাদের সবাইকে ওপরের নির্দেশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ জেলার মূল হোতারা কমবেশি সবাই জামায়াতের হাত ধরেই জেএমবিতে যোগ দিয়েছে। পুলিশের হাতে গ্রেফতারকৃত জেএমবি সদস্যরা এখানে একটি ব্যাংক ডাকাতির কথা স্বীকার করেছে। পুলিশ শায়খ আবদুর রহমানের জামাতা আবদুল আউয়াল ওরফে আদিলসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলার চার্জশিট তৈরি করছে। অবশ্য আটক ২৮ জনের অধিকাংশকে নানা অজুহাত দেখিয়ে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে।

জেলায় যারা জেএমবির সঙ্গে যুক্ত তাদের বেশির ভাগ জামায়াতে ইসলামী দলের সক্রিয় সদস্য ছিল। এখনো অনেকের সঙ্গে তাদের গোপন আঁতাত রয়েছে। যাদের সঙ্গে জামাতের নিয়মিত যোগাযোগ আছে তারা কেউই ধরা পড়ছে না বা ধরা পড়লেও পুলিশ তাদের আটক রাখতে পারছে না। জেলার রানীশংকৈল-হরিপুর এলাকায় মালদহ অঞ্চলের বহু লোক বসবাস করে। প্রধানত তাদের মধ্যেই জঙ্গি দলটি জায়গা করে নিয়েছে। ঠাকুরগাঁও জেলা জেএমবির শক্তিশালী ঘাঁটি বলে পরিচিত। রানীশংকৈল উপজেলার রাউথনগর গ্রামটি ছেয়ে গেছে জঙ্গি দিয়ে। স্থানীয় বিএনপি নেতা হোসেন আলী বলেন, ওই গ্রামের জলিল মুন্সী জেএমবির এহসার সদস্য। তার বাড়ি সংলগ্ন মসজিদটিতে গভীর রাতে জঙ্গি ট্রেনিং করার সময় স্থানীয় লোকজন তাদের ধরে ফেলে পরে মারপিট দিয়ে ছেড়ে দেয়। সিরিজ বোমা হামলার পর জলিল মুন্সীর ছেলে কাফি এবং একই পাড়ার আবুল কাশেম সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়েছে। আবদুল বাকি, সেলিম, কাশেমসহ বেশ ক'জন তরুণ উত্তর যাত্রাবাড়ীতে এমএম আরাবিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেছে। জেএমবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর জলিল মুন্সী, আবুল খায়ের, তাইফুর রহমান, কামাল হোসেন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছে। তারা এখন অনেক টাকার মালিক বলে ওই এলাকার লোকজনের কাছ থেকে জানা গেছে। স্থানীয় জামায়াত নেতা ফজলুর রহমান জানান, জলিল মুন্সী জামায়াতে ইসলামীর হোসেনগাঁও ইউনিয়ন শাখার আমির ছিলেন। আবুল খায়ের, আলম, জুলু মুন্সী, তাইজুল ইসলাম, রাশেদ, বক্করসহ আরো বেশ কয়েকজন আগে জামাতের সঙ্গে যুক্ত ছিল আর সেলিম, বাকি, কাফি ও কাশেম ছিল শিবিরের কর্মী। জামায়াত কানেকশনের কারণে পুলিশের কাছে তালিকা থাকার পরও তাদের গ্রেফতার করা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে একাধিকবার গ্রেফতার করেও তাদের অনেককে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

এ জেলায় তাদের প্রায় এক হাজার সদস্য রয়েছে। এর মধ্যে ২০০ সদস্য আত্মঘাতী। শহরের তাঁতীপাড়া আহলে হাদিস মসজিদ, সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর দেবাডাঙ্গী গ্রাম, রানীশংকৈলের রাউথনগর, ভাণ্ডারা গ্রাম, হরিপুরের চৌরঙ্গী এলাকায় জঙ্গিদের ঘাঁটি রয়েছে। এসব এলাকার মসজিদ মাদ্রাসা এবং গোরস্থানে জঙ্গি ট্রেনিং নেওয়ার খবর আছে গ্রামবাসীর কাছে। জেএমবির হরিপুর উপজেলা কমান্ডার পুলিশের হাতে আটক সাইফুদ্দিনের (৪০) স্বীকারোক্তিতে জানা গেছে, ২০০১ সালে শায়খ আবদুর রহমান জামা'আতুল মুজাহিদিনের জেলা কর্মিসভা করে রানীশংকৈল উপজেলার ভাণ্ডারায় অবস্থিত আল ফোরকান মাদ্রাসায়।

Z_¨mÎt ``wbK mgKvj, gvP 18, 2006

শিবির কর্মী ছাত্রদল কমিটির নেতা

অবশেষে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন শিবিরের কাছে হার মানল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। ছাত্রশিবিরের কর্মী ছিনিয়ে নিল ছাত্রদলের একটি শাখা কমিটির সাধারন সম্পাদকের পদ।

দীর্ঘ সাড়ে ৭ বছর পর গত বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন শাখার কমিটি ঘোষণা করা হয়। জানা গেছে, শিবির কর্মী সিদ্দিক আজাদকে কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। তথ্য, বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সিদ্দিক আজাদ এএফ রহমান হলে থেকে শিবিরের কর্মকাণ্ড পডরচালনা করে এবং সে শিবিরের একজন সাথী বলে জানা গেছে। সিদ্দিক আজাদ এএফ রহমান হলের ৪০৫ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র। সে দীর্ঘদিন শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এ কথা সবাই জানে।

সূত্র জানায়, সিদ্দিক আজাদ চট্টগ্রাম মুহসীন কলেজে পড়ার সময় সরাসরি শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গোপনে শিবির ও প্রকাশ্যে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়।

সিদ্দিক আজাদ শিবির কর্মী বলে প্রমাণও পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এএফ রহমানের শিবির শাখায় সে নিয়মিত চাঁদা দিয়েছে। সিদ্দিক আজাদের নামে ইস্যু করা রশিদও তা প্রমাণ করে।

জানা গেছে, দীর্ঘ সাড়ে ৭ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন শাখার কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে বেশ কয়েকবার কলাভবনের কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হলেও বিভিন্ন জটিলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। গত জুলাই মাসে কমিটি ঘোষণার কথা ছিল। কিন্তু 'সভাপতি প্রার্থী সিদ্দিক আজাদ শিবির কর্মী' কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এমন সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় তা পিছিয়ে দেয়া হয়। অবশেষে গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলাভবন কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং গত বৃহস্পতিবার নাহিদুল ইসলাম ও সিদ্দিক আজাদকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি ঘোষণা করা হয়

ছাত্রদল কেন্দ্রীয় দুই ছাত্রনেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছাত্রদলের ভেতরে এরকম আরও অনেক শিবির রয়েছে। তাদের সন্দেহভাজন তালিকায় রয়েছে হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রনেতা।

Z_¨mÎt ``wbK msev`, gvP 18, 2005